গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০১। বিটিভি মোবাইল অ্যাপস চালু:

ভূমিকা: একমাত্র সরকারী গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। শুরু থেকেই বিটিভিতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে বিটিভির বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/রিলে কেন্দ্র হতে সম্প্রচার করা হয়। যার কারণে ভ্রমণকালীন কিংবা ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার ব্যবহারকারী দর্শকগণ বিটিভির অনুষ্ঠান/ তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বাংলাদেশ টেলিভিনের অনুষ্ঠানসমূহ সরাসরি ঢাকা কেন্দ্রে থেকে ১৪টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ প্রচারের বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ পত্র, ওয়েবসাইট ও অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণার মাধ্যমে বিটিভির দর্শকগণ প্রচারিতব্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকদের নিকট সহজে পৌছে দিতে মোবাইল অ্যাপস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপস চালু করা হলে ভবিষ্যতে বিটিভির অনুষ্ঠান মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারকারী দর্শকগণ সহজে বিটিভির অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।

জনগণের সেবা প্রদানে ভূমিকা: বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির অনুষ্ঠান অনলাইন ভিত্তিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান ইন্টারনেট ও মোবাইলের যুগে এদেশের অধিকাংশ জনগণ ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার ব্যবহার করে থাকে। মোবাইল ব্যবহারকারী এবং প্রত্যন্ত এলাকার দর্শকদের বিনোদনের মাধ্যম সহজ করার লক্ষ্যে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ, অনুষ্ঠানের সকল আপডেট/ ঘোষণা মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। এতে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারকারী জনগণের নিকট সহজে পৌছে যাবে এবং বিটিভির দর্শক প্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় রয়েছে: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে যে কোন সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা সম্ভব। এ সেবাটি চালু হলে ইন্টারনেট/বিটিভির ল্যানে 192.168.111.6/btv/login ব্রাউজ করে বিটিভির সাথে সংযুক্ত থাকা যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০২। **সংবাদের থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড:**

ভূমিকা: বর্তমানে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি ও কৃষি অর্থনীতিসহ জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রচার করে আসছে । বিটিভির বিদ্যমান সংবাদ আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে সংবাদের পাশাপাশি থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড চালুর উদ্যোগ নেয় হয়েছে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বাংলাদেশ টেলিভিনের সংবাদ নিজস্ব রিপোর্টার ও জেলা সংবাদ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রচার করা হয়ে থাকে। পূর্বে প্রচারিত তথ্য সমূহ বর্ণনা ভিত্তিক ছিল বিধায় দৃষ্টিগ্রাহ্য ও আর্কষণীয় ছিলনা। বিটিভির সংবাদ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সংবাদের থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড সংবাদের মানউন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।

জনগণের সেবা প্রদানে ভূমিকা: বিটিভির বিদ্যমান সংবাদসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে প্রচারিত সংবাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি/ভিডিও ফুটেজ স্ক্রীনে প্রদর্শন করা হবে। বিটিভিতে যখন যে বিষয়ের সংবাদ সম্প্রচারিত হবে তখন ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিনে সে বিষয়ের আবহচিত্র ফুটে উঠবে। ফলে সংবাদটি দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম করা ও বুঝতে সহজ হবে। এতে বিটিভির প্রচারিত সংবাদসমূহ জনগণের নিকট দৃষ্টি গ্রাহ্যভাবে পৌছে যাবে এবং বিটিভির দর্শক প্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় রয়েছে: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে সেবাসমূহের ধরণে পরিবর্তন এনে যে কোন সেবাকে সহজ, গতিশীল ও জনগণের নিকট পৌছে দেয়া সম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০৩। **স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু:**

ভূমিকা: বর্তমানে বিটিভির ০২টি কেন্দ্র এবং ১৪টি উপকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে আসছে। বিটিভির বিদ্যমান কার্যক্রকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বিটিভির কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোরে প্রয়োজনীয় কোন যন্ত্রাংশ বা দ্রব্য মালামাল মজুদ আছে কিনা তা জানার জন্য হার্ড কপির মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হতো । এক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে স্টোর সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হতোনা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংস্থাপন/সংযোজন করা যেতনা। অনেক সময় কেন্দ্র/উপকেন্দ্র হতে টেলিফোনের মাধ্যমে স্টোর সম্পর্কে অবহিত হতে হয়েছে।

জনগণকে সবা প্রদানে ভূমিকা: বিটিভির সমস্ত স্টোরগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ডাটাবেজ করা হলে কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোরের তথ্য হার্ড কপির মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজন হবে না। অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করত: প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হবে ও স্টোর ইনভেন্টরিসহ যন্ত্রাংশ মেরামত/সংযোজন সহজতর হবে।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় রয়েছে: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে যে কোন সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা সম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০৪। অনলাইন গেট পাস চালু

ভূমিকা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বর্তমান ম্যানুয়্যাল গেট পাস সিস্টেমকে সেবা সহজীকরণের আওতায় ইলেকট্রনিক গেট পাস ইস্যুইং সিস্টেম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক গেট পাস সিস্টেম চালু করায় আগত অতিথি, শিল্পী/কলাকুশলী এবং মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা হ্রাসসহ সেবার মান ও গতি বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বিটিভিতে মূলতঃ চার ধরণের পাস ইস্যু করা হয়। যথা- ক) কন্ট্রোলরুম পাস খ) স্টুডিও পাস গ) টিভি অফিস পাস ঘ) ভিজিটর পাস। পাস প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগত অতিথি, শিল্পী/কলাকুশলীদের নামে পূর্বেই পাস ইস্যু করে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করেন। আগত অতিথি, শিল্পী/কলাকুশলীগণ উক্ত পাস সংগ্রহপূর্বক বিটিভি ভবনে উপস্থিত হয়ে থাকে। অভ্যর্থনাকক্ষ হতে পাস যাচাই বাছাইপূর্বক প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে আগত অতিথি, শিল্পী/কলাকুশলীদের নানারকম বিড়ম্বনায় পরতে দেখা যায়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বর্তমান ম্যানুয়্যাল গেট পাস সিস্টেমকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অফিস অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় ইলেকট্রনিক গেট পাস ইস্যুইং সিস্টেম চালু করা হবে।

জনগণকে সেবা প্রদানে ভূমিকা: বিটিভির পাস প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগত অতিথি, শিল্পী/কলাকুশলীদের নামে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ (মোবাইল নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি) সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি গেট পাস প্রেরণ করবেন। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে রিসিপশন ডেস্কে কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অতিথির তথ্য যাচাই ও ছবি ক্যাপচারপূর্বক তাঁকে একটি ভিজিটর কার্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিটিভি ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবেন। জনগণের অংশ হিসেবে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পীদের সেবা প্রদানে অনলাইন গেট পাশ চালু শিল্পীদের সময় ও বিড়ম্বনা হ্রাসসহ সেবার মান এবং কাজের গতি বৃদ্ধি করবে।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় রয়েছে: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে যে কোন সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা সম্ভব। এ সেবাটি চালু হলে ইন্টারনেট/বিটিভির ল্যানে 192.168.111.6/btv/login ব্রাউজ করে ধারাবাহিক কার্য সম্পাদন করা যাবে।

মন্তব্য: বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরো সহজবোধ্য, আধুনিক, যুগোপযোগী করে নতুন একটি সফটওয়্যার মডিউল চালুর লক্ষ্যে সফল প্রস্তাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফ্লোরা লিমিটেড এর সঙ্গে ৩১.০৮.২০১৭ তারিখে বিটিভির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫.০২.২০১৮ তারিখে পরীক্ষমূলক চালু করা হয়েছে। ১ম ধাপে ২৫% চালু করা হয়েছে । পর্যায়েক্রমে অনলাইন গেট পাশের হার বৃদ্ধি করত: ৫০% উন্নীত করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০৫। অনলাইন আর্টিস্ট পেমেন্ট

ভূমিকা: বিটিভিতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণকৃত শিল্পীদের সম্মানী ম্যানুয়াল পদ্ধতি ও ডাক মারফত প্রদান করা হতো। যার কারণে অধিকাংশ সময়ই শিল্পীদের সম্মানী প্রদানে ধীরগতির ও কালক্ষেপণ হত। অনেক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকৃত শিল্পীগণ যথাসময়ে সম্মানী না পাওয়াতে অভিযোগ করনে এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতির সম্মানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা রকম অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যা দূরিভূত করা সম্ভবপর হয় না। এছাড়া, এ ক্ষেত্রে শিল্পীদের চুক্তিসম্পাদন/রেকর্ডিং/মহড়া ও সম্মানী প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হতে হয়/ডাক মারফত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: পূর্বে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পীদের সম্মানী প্রদান করা হতো চেকের মাধ্যমে (ডাক মারফত) যা ধীরগতি ও সময়সাপেক্ষ এবং সম্মানী প্রাপ্তির জন্য শিল্পীদের একাধিক বার আসতে হচ্ছে যার ফলে শিল্পীদের নানামুখী বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। সেজন্য শিল্পী সম্মানী অনলাইনে প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনগণের সেবা প্রদানে ভূমিকা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে অনলাইন আর্টিস্ট পেমেন্ট চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জনগণের অংশ হিসেবে বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পীদের সেবা প্রদানে অনলাইন আর্টিস্ট পেমেন্ট সফটওয়ারের সাহায্যে শিল্পীদের সময় ও বিড়ম্বনা হ্রাসসহ সেবার মান এবং কাজের গতি বৃদ্ধি করবে।

উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় রয়েছে: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে যে কোন সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা সম্ভব। এ সেবাটি চালু হলে ইন্টারনেট/বিটিভির ল্যানে 192.168.111.6/btv/login ব্রাউজ করে ধারাবাহিক কার্য সম্পাদন করা যাবে।

মন্তব্য: বর্তমান পদ্ধতি আরো সহজবোধ, আধুনিক ,যুগোপযোগী এবং দ্রুততর করার লক্ষ্যে সফল প্রস্তাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফ্লোরা লিমিটেড এর সাথে ৩১.০৮.২০১৭ তারিখে বিটিভি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫.০২.২০১৮ তারিখে পরীক্ষমূলক চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পুন্ন করে চালু করা হবে।